ফর্ম নং জে (২)

কলকাতার উচ্চ আদালতে

সাংবিধানিক রিট বিচার ক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী

২০১৯ সালের ডবলু পি এ ১৭০২৫

ফোর স্টার ইন্টারন্যাশনাল

বনাম

এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার ও অন্যান্য

আবেদনকারীর জন্য	শ্রী রঞ্জন দে
	শ্রী বাসাবজিৎ ব্যানার্জি
	শ্রী এ. এ. বোস
উত্তরদাতাদের জন্য	শ্রী শিব চন্দ্র প্রসাদ
শুনলেন	১৬ই নভেম্বর, ২০২৩
রায়	**১৬ই নভেম্বর, ২০২৩**

বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীঃ

১। বর্তমান রিট পিটিশনটি, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিল ও বিবিধ বিধান আইন, ১৯৫২ (এরপরে "উক্ত আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর ৭এ ধারার অধীনে গৃহীত ২৩৪ মার্চ, ২০১৯ তারিখের আদেশ এবং ১ লা জুলাই, ২০১৯ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উক্ত আইনের ৭বি ধারার অধীনে দায়ের করা হয়েছে।

২. আবেদনকারী দাবি করেন যে আবেদনকারী-এর আওতায় রয়েছেন উক্ত আইনের বিধান। আবেদনকারীকে একটি কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৭২ মার্চ, ২০১৮, তারিখে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, আবেদনকারীকে কারণ দর্শানোর আহ্বান জানিয়ে যে কেন আবেদনকারীর বিরুদ্ধে উক্ত আইনের বিধানের অধীনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না কারণ আবেদনকারী তার কর্মচারীদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা বাড়িয়ে দেয়নি এবং/অথবা প্রভিডেন্ট ফান্ডের বকেয়া জমা না দেওয়ার কারণে।

৩। যেহেতু উপরোক্ত নোটিশটি ২০১৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের এনফোর্সমেন্ট অফিসারের একটি প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে এবং ১২ই মার্চ, ২০১৮ তারিখের একটি লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছিল, তাই আবেদনকারী সহকারী প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার, কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশনকে আবেদনকারীর পক্ষে আবেদনকারীর পক্ষে উক্ত প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন যাতে আবেদনকারী উক্ত কারণ দর্শানোর যথাযথ জবাব দিতে পারেন।

৪. এই অনুরোধ সত্ত্বেও, আবেদনকারীকে ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ তারিখের প্রতিবেদনের অনুলিপি দেওয়া হয়নি। পরবর্তীকালে, আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার, কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশনের কার্যালয়, কলকাতার সামনে শুনানি হয় এবং শেষ পর্যন্ত ২৯শে মার্চ, ২০১৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ তারিখের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আবেদনকারী কর্তৃক এপ্রিল, ২০১৪ থেকে নভেম্বর, ২০১৭ সময়কালের জন্য প্রদেয় অবদান নির্ধারণ করেছিলেন।

৫. যেহেতু, আবেদনকারী তার প্রতিরক্ষা স্থাপন করার উপযুক্ত সুযোগ পাননি, প্রভিডেন্ট ফান্ড কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে উপরোক্ত প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি সহ আবেদনকারীর পক্ষে ব্যর্থতার ভিত্তিতে তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮, আবেদনকারী এর জন্য একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন কিছু নথির উপর নির্ভর করে কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড স্কিম, ১৯৫২-এর ৭৯এ ধারার সাথে পঠিত

উক্ত আইনের ৭বি ধারার উপ-ধারা (১)-এর অধীনে পর্যালোচনা। ১লা জুলাই, ২০১৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, পর্যবেক্ষণ করেছেন যে আবেদনকারীকে কারণ দর্শানোর জন্য যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং আবেদনকারী তদন্তের সময় "গোডাউন ইম্প্রেস্ট" সম্পর্কিত নথি সহ কোনও নথি উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হওয়ায়, উক্ত আইনের ৭বি ধারার অধীনে উক্ত আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করতে সন্তুষ্ট হন এবং আবেদনকারীকে তারিখের আদেশ মেনে চলার নির্দেশ দেন যা ২৯শে মার্চ, ২০১৯ উক্ত আইনের ৭এ ধারার অধীনে পাস হয়েছে।

৬. উপরোক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে।

৭। যখন পূর্বোক্ত রিট পিটিশনটি আগে-এর জন্য এসেছিল। এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ এনফোর্সমেন্ট অফিসারের রিপোর্ট সরবরাহ না করার বিষয়ে আবেদনকারীর দেওয়া বিবৃতি এবং এই ধরনের প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি সহ আবেদনকারীকে সমর্থন না করে উত্তরদাতাদের দ্বারা করা সিদ্ধান্তের বিষয়টি বিবেচনা করে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করে উক্ত আবেদনটি গ্রহণ করতে পেরে খুশি হয়েছিলঃ –

> *"কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিল ও বিবিধ বিধান আইন, ১৯৫২-এর ৭এ ধারার অধীনে গৃহীত আদেশটি এমন একটি প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে যা আবেদনকারীর কাছে কখনও হস্তান্তর করা হয়নি। আমি প্রাথমিকভাবে মনে করি যে পুরো আদেশটি কলুষিত এবং আইনের পরীক্ষায় দাঁড়ায় না। প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রদান করে যে একটি কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই প্রদান করতে হবে। নির্ভরযোগ্য নথির অনুলিপি, বিশেষ করে যখন উক্ত নথি/প্রতিবেদন আবেদনকারীর দোষের সাথে সম্পর্কিত। "*

৮. উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, এই আদালতের সমন্বিত বেঞ্চ উক্ত আইনের ৭এ ধারার অধীনে প্রদত্ত আদেশটি সীমিত সময়ের জন্য স্থগিত রাখতে সম্মত হয়েছে। তবে, উপরোক্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি সময়ে সময়ে বাড়ানো হয়েছে এবং এখনও বহাল রয়েছে।

৯। ২৯শে মার্চ, ২০১৯ তারিখের আদেশের প্রতি এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান আইনজীবী মিঃ ডে বলেন যে, ২০১৮ সালের ৭ই মার্চের কারণ দর্শানোর নোটিশ ছাড়া, উক্ত আইনের ৭এ ধারার অধীনে করা সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও স্বাধীন সমন জারি করা হয়নি। যদিও, ২০১৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের এনফোর্সমেন্ট অফিসারের প্রতিবেদনটি কেবল উক্ত আইনের ৭এ ধারার অধীনে করা সিদ্ধান্ত এবং উক্ত আইনের ৭এ ধারার অধীনে প্রদত্ত আদেশের সাথে সম্পর্কিত কারণ দর্শানোর/সমন জারি করার অংশ নয়, তবে এই ধরনের প্রতিবেদন আবেদনকারীকে কখনও সরবরাহ করা হয়নি। উপরোক্ত প্রতিবেদনটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে।

১০. আবেদনের সাথে সংযুক্ত নথির উপর নির্ভর করে যা সাব-লেজারের উদ্‌ধৃতাংশ, তিনি বলেন যে "গোডাউন ইম্প্রেস্ট" শিরোনামের নীচে থাকা সংখ্যাটি উত্তরদাতারা আবেদনকারীর কর্মচারীদের প্রদেয় বেতন/মজুরি হিসাবে বিবেচনা করেছেন এবং তার ভিত্তিতে উক্ত আইনের ৭এ ধারার অধীনে নির্ধারণ করা হয়েছে।

১১। যেহেতু, আবেদনকারীকে কখনই ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ তারিখের প্রতিবেদন -এর অনুলিপি সরবরাহ করা হয়নি আবেদনকারী যথাযথভাবে করতে পারেননি উত্তর দিন এবং/অথবা উপরোক্ত বিষয়টিকে তুলে ধরুন। এটি বলা হয় যে উপরোক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ/সমন, যা উত্তরদাতাদের দ্বারা করা সিদ্ধান্তের ভিত্তি গঠন করে, আবেদনকারীকে অসম্পূর্ণ পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়েছিল, যার ফলে ন্যায়বিচার অস্বীকার করা হয়েছে।

১২. মিঃ ডে আরও যুক্তি দেখান যে উত্তরদাতারা তাদের হলফনামায়-বিরোধী-২০১৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের নথি প্রকাশ করেছেন, যদিও প্রথমবারের মতো, আবেদনকারীর উপর তার অনুলিপি সরবরাহের বিষয়ে কোনও প্রমাণ করা হয়নি।

১৩. উক্ত আইনের ৭এ ধারার বিধানগুলির উপর নির্ভর করে, এটি জমা দেওয়া হয় যে সংবিধিটি স্বীকৃতি দেয় যে উক্ত আইনের ৭এ ধারার অধীনে অনুষ্ঠিত তদন্তের সাথে সম্পর্কিত প্রমাণগুলি কীভাবে পরিচালিত হবে। ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখের প্রতিবেদন, যার মধ্যে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে, তা প্রকাশ করা হয়নি বা তদন্তের সময় উপস্থাপিত হয়নি। প্রতিবেদনের লেখক এই ধরনের প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু নিশ্চিত করার জন্য এগিয়ে আসেননি। আবেদনকারীকে প্রতিবেদনের লেখককে জেরা করার কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি যাতে প্রমাণের সত্যতা পরীক্ষা করা যায়। উক্ত নথিটি এমনভাবে প্রদর্শিত হয়েছে যা আইনের কাছে অজানা। তার যুক্তির সমর্থনে সেন্ট্রাল টুল রুম অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার বনাম এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন এবং অন্যান্য-এর ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত বেঞ্চের দেওয়া রায়ের উপর নির্ভরশীলতা রাখা হয়েছে, যা ২০২২ সালের এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ৬০৫-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

১৪। আদালতের সমন্বিত বেঞ্চ দ্বারা প্রদত্ত অন্য একটি রায়ের উপর নির্ভর করে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষমতার ক্ষেত্রে এই ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০১২) ৩ সিএইচএন ৫১৩-এ রিপোর্ট করা হয়েছে যে, তিনি জমা দিয়েছেন যে, উক্ত আইনের ৭এ ধারার অধীনে নির্ধারণ করার সময় যে কোনও পরিদর্শন প্রতিবেদন সহ সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি সরবরাহ করা কর্তৃপক্ষের বাধ্যবাধকতা। উক্ত আইনের ৭এ ধারার অধীনে নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে এনফোর্সমেন্ট অফিসার দ্বারা প্রস্তুত একটি প্রতিবেদন সরবরাহ করতে ব্যর্থতা, প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা গঠন করে এবং এটি আইনে টেকসই নয়। প্রদত্ত তথ্যে, তিনি বলেছেন যে অভিযুক্ত আদেশগুলি বজায় রাখা যায় না এবং তা বাতিল করা উচিত।

১৫। এর বিপরীতে, প্রভিডেন্ট ফান্ড কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী প্রসাদ এই আদালতে বিরোধী হলফনামা পেশ করেছেন। তিনি কেবল ৭ই মার্চ, ২০১৮ তারিখের কারণ দর্শানোর নোটিশের দিকেই নয়, বরং প্রতিদিনের আদেশের দিকেও এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এনফোর্সমেন্ট অফিসারের তৈরি করা একটি বিবৃতির দিকে যা ২৫শে ৮ই নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। উক্ত বিবৃতিটি যথাযথভাবে আবেদনকারীর কাছে উপলব্ধ করা হয়েছিল। উত্তরদাতাদের মতে, আবেদনকারী কেবল যে সময়ের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল সে সম্পর্কেই নয়, সঠিক পরিমাণ সম্পর্কেও ভালভাবে অবগত ছিলেন, যা এনফোর্সমেন্ট অফিসার চিহ্নিত করেছিলেন। এই ধরনের সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও, আবেদনকারী কোনও আপত্তি উত্থাপন না করার সিদ্ধান্ত নেন। আবেদনে যে অভিপ্রায় নথিটি প্রকাশ করা হয়েছে তা হল সাব-লেজারের উদ্‌ধৃতাংশ এবং ভাড়া স্লিপগুলি কখনই আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের সামনে প্রকাশ করা হয়নি। সহজভাবে যেহেতু আবেদনকারীকে ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন সরবরাহ করা হয়নি, তাই এটি সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তকে খারাপ করে না এবং করতে পারে না।

শ্রী প্রসাদের মতে, আবেদনকারীকে ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ তারিখের উক্ত প্রতিবেদনের শর্তাবলী মেনে চলার জন্য বারবার আহ্বান জানানো হয়েছিল। উক্ত প্রতিবেদনটি আরও দেখাবে যে উক্ত প্রতিবেদনে ফিরে আসা ফলাফলগুলি আবেদনকারীর প্রতিনিধির প্রকাশের উপর ভিত্তি করে। সুতরাং, আবেদনকারী উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে অজ্ঞতার ভান করতে পারে না এবং উক্ত আইনের ধারা ৭ (১) এর অধীনে আপিল বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বাধ্যতামূলক আমানত কাটিয়ে ওঠার জন্য বিধিবদ্ধ প্রতিকারকে উপেক্ষা করতে পারে না। বর্তমান রিট পিটিশনটি আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং খরচ সহ খারিজ করা উচিত। এটি এখনও বলা হয় যে আবেদনকারীর একটি বিকল্প প্রতিকার রয়েছে এবং সেই ভিত্তিতেও রিট পিটিশনটি খারিজ করা উচিত।

১৬। সংশ্লিষ্ট পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শুনেছি এবং নথিপত্র বিবেচনা করেছি। যদিও, চূড়ান্ত শুনানির এই পর্যায়ে বিকল্প প্রতিকারের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, তবুও আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে ভর্তির পর্যায়ে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘনের ভিত্তিতে রিট আবেদনটি গ্রহণ করতে পেরে খুশি হয়েছিল এবং হলফনামা বিনিময়ের জন্য নির্দেশ জারি করেছিল। সেই পর্যায়ে, রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি উত্থাপিত হয়নি। তবে, বিকল্প প্রতিকারের ভিত্তিতে রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি উত্থাপিত হয়ে একই সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।

১৭. এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতের এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য একটি বিকল্প প্রতিকার সম্পূর্ণ বাধা নয়। বিকল্প প্রতিকারের কারণে এই আদালত দ্বারা এক্তিয়ার প্রয়োগ করতে অস্বীকার করা অবশ্য তিনটি ব্যতিক্রমের সাপেক্ষেঃ-১) এখতিয়ারগত ত্রুটি, ২) প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা এবং ৩) মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন। স্বীকারযোগ্যভাবে, এই ক্ষেত্রে, আমি আবেদনকারীকে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘনের অভিযোগ করতে দেখি, যা বিষয়টির মূলে যায়। উপরোক্তটি ভারতের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের অধীনে আবেদনকারীর অধিকারকেও লঙ্ঘন করে। উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, উত্তরদাতাদের দ্বারা উত্থাপিত আপত্তি ব্যর্থ হয়।

১৮. এই ক্ষেত্রে আমি স্বীকার করছি যে, উক্ত আইনের ৭এ ধারার অধীনে ২০১৮ সালের ৭ই মার্চ জারি করা কারণ দর্শানোর/সমন-এর ভিত্তিতে একটি কার্যধারা শুরু করা হয়েছে। এই ধরনের কারণ দর্শানোর কাজটি ৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখের একজন এনফোর্সমেন্ট অফিসারের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল। স্বীকারযোগ্যভাবে, আবেদনকারী লিখিত নোটিশ দিয়ে উত্তরদাতাদের আবেদনকারীর পক্ষে থাকার আহ্বান জানিয়ে আবেদনকারীকে যথাযথভাবে সমন-এর জবাব দেওয়ার জন্য আবেদনকারীকে এই ধরনের প্রতিবেদন সরবরাহ করা হয়নি। প্রসাদ অবশ্য একই প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে এবং এনফোর্সমেন্ট অফিসারের তৈরি করা একটি বিবৃতি যা আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের কাছে ২৫ শতাংশ নভেম্বর, ২০১৮-তে জমা দেওয়া হয়েছিল, বলা হয় যে আবেদনকারী বিষয়টি এবং ত্রুটিগুলি সম্পর্কে সর্বদা সচেতন ছিলেন এবং তাই আবেদনকারী প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘনের অভিযোগ করতে পারে না।

১৯। ২০১৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, এনফোর্সমেন্ট অফিসারের দেওয়া ফলাফল আবেদনকারীর প্রতিনিধির প্রকাশের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। যেহেতু, আবেদনকারী এবং তার প্রতিনিধির প্রকাশের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছিল, তাই আবেদনকারীকে উক্ত প্রতিবেদনটি নিয়ে প্রশ্ন করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। তবে, আমি লক্ষ্য করছি যে রিট আবেদনের বিরোধিতা করে হলফনামা দাখিল না করা পর্যন্ত আবেদনকারীর কাছে উক্ত প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়নি।

২০. দুর্ভাগ্যবশত, ২০১৮ সালের ৭ মার্চ তারিখের কারণ দর্শানোর নোটিশ/সমন শুধুমাত্র উপরোক্ত প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে না, উক্ত আইনের ৭এ ধারার অধীনে করা নির্ধারণও ২০১৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের পূর্বোক্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।

২১. উপরের বিষয়গুলি থেকে স্বাধীনভাবে, মিঃ ডি প্রমাণ পাওয়ার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের পক্ষ থেকে পদ্ধতিগত অনিয়মের একটি মামলাও করেছেন। উক্ত আইনের ৭এ ধারার অধীনে কোনও কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রমাণ গ্রহণের পদ্ধতি এবং পদ্ধতি সম্পর্কে মিঃ ডি-এর যুক্তিটি উপলব্ধি করার জন্য, উক্ত আইনের ৭এ (২) ধারার বিধানটি নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ-

> (২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে তদন্ত পরিচালনাকারী আধিকারিকের, এই ধরনের তদন্তের উদ্দেশ্যে, ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি (১৯০৮ সালের ৫) এর অধীনে আদালতে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে একটি মামলার বিচার করার মতো একই অবস্থান থাকবে, যথাঃ -
>
> ক) যে কোনও ব্যক্তির উপস্থিতি কার্যকর করা বা তাকে পরীক্ষা করা শপথের উপর;
>
> খ) নথির আবিষ্কার এবং উৎপাদনের প্রয়োজন;
>
> গ) হলফনামায় প্রমাণ গ্রহণ করা;

ঘ) সাক্ষীদের পরীক্ষার জন্য কমিশন জারি করা; এবং এই ধরনের যে কোনও তদন্ত ধারা ১৯৩ এবং ২২৮-এর অর্থের মধ্যে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১৯৬ (১৮৬০-এর ৪৫)-এর উদ্দেশ্যে একটি বিচারিক কার্যধারা হিসাবে বিবেচিত হবে।

২২. স্বীকারযোগ্য যে, ২০১৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারির প্রতিবেদনটি আইনে বর্ণিত পদ্ধতিতে এবং পদ্ধতিতে প্রদর্শিত হয়নি। উক্ত প্রতিবেদনের লেখক উক্ত প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু প্রমাণ করতে বা তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিশ্চিত করতে এগিয়ে আসেননি। আবেদনকারী উক্ত প্রতিবেদনের লেখককে জেরা করার কোনও সুযোগ পাননি। আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেওয়া সত্ত্বেও, যা সিভিল প্রসিডিউর কোডের অধীনে আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণের বিষয়ে মামলা করার সময় ন্যস্ত করা হয়, উক্ত কর্তৃপক্ষ প্রমাণ গ্রহণের সময় প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার আবেদনকারীকে উক্ত প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুর বিরোধিতা করার বা তার সত্যতা পরীক্ষা করার কোনও সুযোগ না দিয়ে, কেবল উক্ত প্রতিবেদনটি রেকর্ডে নেননি, বরং উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তাঁর আদেশ পাস করেছেন, যা নিজেই প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতির লঙ্ঘন।

২৩। এইভাবে, আবেদনকারী তার মামলা দায়ের করার এবং/অথবা যথাযথভাবে প্রতিরক্ষা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ২০১৮ সালের ২৫শে নভেম্বর এনফোর্সমেন্ট অফিসারের বিবৃতি প্রকাশ করা ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ তারিখের এনফোর্সমেন্ট অফিসারের রিপোর্ট প্রকাশ,-এর বিকল্প নয়। যা ২৫শে মার্চ, ২০১৯ তারিখের আদেশের মূল ভিত্তি গঠন করে। যেহেতু, এখানে উপরে উল্লিখিত প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি মেনে না চলে আদেশটি পাস করা হয়েছিল, তাই আবেদনকারী এমনকি উক্ত আইনের ৭বি ধারার অধীনে আবেদন দায়ের করে উক্ত আদেশটি পর্যালোচনা করার জন্য উত্তরদাতাদের কাছে গিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, এই ধরনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেঃ

"উপরন্তু, কারণ দর্শানোর নোটিশ, স্থগিতাদেশের নোটিশ জারি করার পাশাপাশি আপনার দ্বারা যথাযথভাবে উপস্থাপিত নথির ভিত্তিতে এনফোর্সমেন্ট অফিসার দ্বারা প্রস্তুত বকেয়া জবানবন্দির বিবৃতির অনুলিপি সরবরাহ করে আপনাকে অসংখ্য সুযোগ দেওয়া হয়েছিল যাতে আপনার যুক্তির প্রমাণ হিসাবে কোনও সহায়ক নথি সহ ব্যাখ্যা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

"গোডাউন ইন্সপ্রেস্ট" সম্পর্কিত নথিগুলি উপস্থাপন না করার বিষয়ে বারবার সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও শুনানির সময় কেন তা উপস্থাপন করা হয়নি তার কোনও যৌক্তিকতা নেই। উপরের পরিপ্রেক্ষিতে, আপনার আবেদনটি কেবল বিলম্বের কৌশল হিসাবে প্রদর্শিত হয় এবং তাই ইউ/এস ৭বি পর্যালোচনা শুরু করার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং আপনাকে আবার ৭এ-র তারিখের ২৯/০৩/২০১৯ আদেশ মেনে চলার এবং মূল্যায়িত অর্থ অবিলম্বে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

২৪। শ্রী দে ঠিকই যেমন উল্লেখ করেছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি যে কেন্দ্রীয় টুল রুম ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (উপরোক্ত) ক্ষেত্রে এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ উক্ত আইনের ৭এ (২) ধারার পরিধি ও উদ্দেশ্য বিবেচনা করার সময়, তার ১৯ অনুচ্ছেদে, উক্ত আইনের ৭এ (২) ধারা উদ্‌ধৃত করার পরে, নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করতে সন্তুষ্ট হয়েছেঃ -

"১৯. আইনের এই বিধানটি কর্তৃপক্ষের উপর সেই একই ক্ষমতা ন্যস্ত করে যা কোড অফ সিউইল এর অধীনে আদালতে ন্যস্ত করা হয়। এর ৭এ ধারার অধীনে একটি কার্যধারা মোকাবেলা করার পদ্ধতি আইন। হাতে থাকা ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ এমন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে যা ইস্যুটির বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। পশ্চিমবঙ্গ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (উপরে) কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জ্ঞান ধার করে, এই আদালত এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছে যে কার্যধারাটি সবচেয়ে নৈমিত্তিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছিল এবং আবেদনকারীর বিরুদ্ধে নির্বিচারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, এর ফলে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি লঙ্ঘন করে।"

২৫। পশ্চিমবঙ্গ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের (উপরে উল্লিখিত) মামলায় এই আদালতের আরেকটি সমন্বিত বেঞ্চ ইতিমধ্যেই রায় দিয়েছে যে, উক্ত আইনের ৭এ ধারার অধীনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, অতিরিক্ত প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের প্রতিবেদন প্রকাশ করা উত্তরদাতাদের বাধ্যবাধকতা।

২৬. আবেদনকারীর কাছে এই ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশ না করা এবং আবেদনকারীকে পরীক্ষা করার সুযোগ না দিয়ে আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার দ্বারা নৈমিত্তিক পদ্ধতিতে তার গ্রহণযোগ্যতা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে নির্বিচারে এবং সিদ্ধান্তকে খারাপ করে তোলে।

২৭। উপরোক্ত বিষয়টিকে বিবেচনা করে এবং আবেদনকারীকে ৫ * ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ তারিখের প্রতিবেদনটি বিবেচনা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ না দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই বিষয়টি বিবেচনা করে, '৭এ ধারার অধীনে করা সিদ্ধান্ত' সহ পুরো কার্যধারাটি কলুষিত হয়ে যায়।

২৮। এর পরিপ্রেক্ষিতে, উক্ত আইনের ৭এ ধারার অধীনে ২৫২ মার্চ, ২০১৯ তারিখের আদেশ এবং উক্ত আইনের ৭বি ধারার অধীনে ২০২১ সালের ১ জুলাই তারিখের আদেশ বাতিল করা হয়েছে। যাইহোক, আবেদনকারী এখন হয়েছে এই বিষয়টি লক্ষ্য করে ২০১৮-র ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের এনফোর্সমেন্ট অফিসারের প্রতিবেদনের অনুলিপি সরবরাহ করা হলে, আমি মনে করি যে, উক্ত আইনের ৭এ ধারার অধীনে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তা ২০১৮-র ৭ই মার্চ তারিখের কারণ দর্শানোর পর্যায় থেকে অব্যাহত থাকা উচিত।

২৯। আবেদনকারীকে আজ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে উপরোক্ত কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করার অনুমতি দেওয়া হবে। আবেদনকারী যদি তারিখ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে বা তার অনুপস্থিতিতে পূর্বোক্ত সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে এই ধরনের কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন, তবে আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়ার পরে কিন্তু উভয় পক্ষকে কোনও অপ্রয়োজনীয় স্থগিতাদেশ না দিয়ে বারো সপ্তাহের মধ্যে উক্ত আইনের ৭এ ধারার অধীনে আবেদনকারীর দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করবেন

৩০. এটা মনে রাখার প্রয়োজন নেই যে, আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সংবিধিবদ্ধ বিধানগুলি মেনে চলবেন।

৩১. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ/নির্দেশাবলীর সঙ্গে রিট আবেদন নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

৩২। তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

৩৩। এই আদেশের জরুরি প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে কে দেওয়া হবে। পক্ষগুলি প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলে।

(বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী,)

এস বি.

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly